আসামি ভিডিও কলে দেখাচ্ছেন বাড়িতে, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

দুইটি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি ঝিনাইদহ জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আনিচুর রহমান মিঠু মালিথা। ভিডিও কল করে গণমাধ্যমকর্মীদের দেখাচ্ছেন তিনি বাড়িতে অবস্থান করছেন। অথচ পুলিশ তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। পুলিশ বলছে, তিনি পলাতক রয়েছেন। এ নিয়ে জেলাজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, রবিবার দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আনিচুর রহমান মিঠু মালিথা মেসেঞ্জার-হোয়াটসঅ্যাপের ভিডিও কলে স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের দেখাচ্ছেন তিনি বাড়িতে অবস্থান করছেন। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়। পরে ওই স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার গ্রামের বাড়ি কালীগঞ্জ উপজেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামে যায় স্থানীয় থানা পুলিশের সদস্যরা। তবে সেখানে তাকে খুঁজে পায়নি পুলিশ।

অথচ পুলিশ তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। মিঠু মালিথার বিরুদ্ধে গত ৪ আগস্ট কালীগঞ্জে বিএনপির দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দুটি মামলা রয়েছে। গত ৫ আগস্ট থেকে সে পলাতক রয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে, গত শুক্রবার রাতে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার জন্য মহেশপুরের বোয়ালিয়া গ্রামের সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা হাফিজুলের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আনিচুর রহমান মিঠু মালিথা। এ খবর স্থানীয়রা জানতে পেরে ওই বাড়ি ঘিরে ফেলে। পরে মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়ার লোকজন গিয়ে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে পালাতে সহযোগিতা করে।

এ নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলে আজ রবিার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন বিএনপি নেতা জিয়াউর রহমান জিয়া।

এদিকে সংবাদ সম্মেলন চলাকালীন স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতা আনিচুর রহমান মিঠু মালিথা ভিডিও বার্তা পাঠিয়ে দাবি করেন, ‘আমি কোথাও পালায় নি। আমি আমার গ্রামের বাড়িতেই আছি। ভিডিও কলে তিনি বাড়িতে থাকার বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন।’

সাংবাদিকদের ভিডিও কলে বাড়িতে থাকার সংবাদ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার হওয়ার পর থেকে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে জেলাজুড়ে। দুইটি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি বাড়িতে থাকার ভিডিও দেখালেও পুলিশ কেন তাকে গ্রেপ্তার করছে না।

এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ থানার ওসি শহিদুল ইসলাম হাওলাদার বলেন,‘স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মিঠু মালিথা বাড়িতে আছে এটা গুজব। বিভ্রান্তি ছড়ানের জন্য সে এমনটা করতে পারে। পুলিশ ওই বাড়িতে গিয়েছিল তাকে খুঁজে পাইনি।’

তিনি আরো বলেন, ‘তার বিরুদ্ধে আমাদের থানায় দুটি মামলা আছে। শুনেছি ওই স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা ৫ আগস্টের পর থেকেই পলাতক রয়েছে।’

গাংনীর মাহফুজা হত্যা মামলার দুই আসামি গ্রেফতার

গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামে মাহফুজা খাতুন হত্যা মামলার এজাহার নামীয় দুই আসামিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মামলার এজাহার নামীয় ৩ নং আসামি আসাদুল মোল্লাহ (৪৫) এবং ১৬ নং আসামি জালাল মোল্লাহ (৫৫)।আসাদুল্লাহ বেতবাড়িয়া গ্রামের পূর্বপাড়া এলাকার নুরাল মোল্লার ছেলে ও জালাল মোল্লা একই গ্রামের আব্দুল মোল্লার ছেলে।

গতকাল রবিবার বিকালের দিকে মামলার তদন্ত অফিসার সঞ্জিব কুমার পাল সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করেন।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের পূর্বপাড়া এলাকায় বিয়াই সম্পর্কের দুটি পরিবারের মধ্যে গত বৃহস্পতিবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যার দিকে সৃষ্ঠ সংঘর্ষে আব্দুর রশিদের স্ত্রী

আহত মাহফুজা খাতুন (৫৮) তার স্বামী আব্দুর রশিদ ও ছেলে সোহেল রানা আহত হন।

পরে গত শনিবার (১ মার্চ) দিবাগত রাত ৯ টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
নিহতের ছেলে রাসেল আহমেদ এই ঘটনায় ১৬ জনকে এজাহার নামীয় আসামি করে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। গাংনী থানার মামলা নং ২, তারিখ ০২/০৩/২৫ ইং।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল গ্রেফতারকৃত দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকী আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

দর্শনায় ছিনতাইয়ের ঘটনায় ২০ ঘণ্টার মাথায় প্রধান আসামিসহ গ্রেফতার ৩

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সাড়াবাড়িয়া ও হরিশচন্দ্রপুর গ্রামের মধ্যবর্তী মাঠের মধ্যে সড়কের প্রতিবন্ধী স্কুলের কাছে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।

ছিনতাইয়ের ২০ ঘণ্টার মধ্যে ৩ জন ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গত রবিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে সাড়াবাড়িয়া ও হরিশচন্দ্রপুর গ্রামের মধ্যবর্তী মাঠের মধ্যে সড়কের প্রতিবন্ধী স্কুলের কাছে ছিনতাইকারীরা নববধূসহ ২ জনকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। এতে দুজনই গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এ ঘটনায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে সোমবার দুপুর ২টার দিকে ৩ জনকে গ্রেফতার করে। ছিনতাইয়ের ২০ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ প্রধান আসামিসহ তাদের আটক করে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন ওসমানপুর বেঁদেপোতা গ্রামের রমজান আলীর ছেলে আব্দুস সালাম (৫২), কুড়ালগাছি ইউনিয়নের হরিশচন্দ্রপুর গ্রামের আব্দুল করিমের ছেলে মাওলা বক্স (৪৬), পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সাড়াবাড়িয়া গ্রামের মজিবর রহমানের ছেলে শাহাবুদ্দিন বদই (৪৫)।

পুলিশ জানায়, ছিনতাইয়ের প্রধান আসামি আব্দুস সালামকে ধরতে গিয়ে তিনি পানির মধ্যে লুকিয়ে যান। পুলিশ কাদায় নেমে তাকে গ্রেফতার করে।

আহতরা হলেন কুড়ালগাছি ইউনিয়নের নতুন গ্রামের মজিবর রহমানের ছেলে সাগর (২৪), দর্শনা শ্যাম্পুর গ্রামের মজিবর রহমানের মেয়ে ও সাগরের স্ত্রী শাফিয়া খাতুন (১৮)।

আহত সাগর জানান, “আমি দর্শনা শ্যাম্পুর গ্রামে শ্বশুরবাড়ি থেকে স্ত্রীকে নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে হরিশচন্দ্রপুর গ্রামে আমার বাড়ি ফিরছিলাম। সাড়াবাড়িয়া ও হরিশচন্দ্রপুর গ্রামের মধ্যবর্তী সড়কের প্রতিবন্ধী স্কুলের কাছে পৌঁছালে ৪ জন ছিনতাইকারী রাস্তার ওপর বাঁশ ফেলে আমাদের মোটরসাইকেলের গতি রোধ করে এবং সেটি ভাঙচুর করে।

এরপর ছিনতাইকারীরা আমার পালসার মোটরসাইকেলের চাবি কেড়ে নিতে চায়। আমি তাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করি। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আরেকটি মোটরসাইকেল আসছিল। তখন আমি কিছুটা সাহস পেয়ে চিৎকার করে ‘বাঁচাও, বাঁচাও’ বলতে থাকি। ছিনতাইকারীরা আমাকে বাম হাতে ও ডান কাঁধে দা দিয়ে কুপিয়ে জখম করে। আমার স্ত্রীকেও মারধর করে এবং তার কাছ থেকে স্বর্ণের আংটি, চুড়ি, চেইনসহ প্রায় লক্ষাধিক টাকার গহনা ও আমার কাছে থাকা ৪৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়।”

এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা মোটরসাইকেল আরোহী তার গ্রামে ফিরে গিয়ে ঘটনাটি জানায়। খবর পেয়ে গ্রামের লোকজন ছুটে আসলে ছিনতাইকারীরা তাদের ব্যবহৃত একটি বাজাজ মোটরসাইকেল (নং- ঝিনাইদহ-হ ১১-০১৭৮) ফেলে পালিয়ে যায়।

পুলিশ সেই মোটরসাইকেলের সূত্র ধরে তদন্তে নামে এবং তিনজন ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। আমি (সাগর) ছিনতাইকারী ২ জনকে চিনতে পারি এবং পরে পুলিশকে জানাই।

ঘটনার পর দর্শনা থানার অফিসার মুহাম্মদ শহীদ তিতুমীর সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন এবং ছিনতাইকারীদের ফেলে যাওয়া

মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহাম্মদ শহীদ তিতুমীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “আমরা ছিনতাইকারীদের মধ্যে ৩ জনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছি।”

এ ঘটনায় সাগর বাদী হয়ে ৩ জনের বিরুদ্ধে ছিনতাই মামলা দায়ের করেছেন।

মেহেরপুরে সাবেক কাউন্সিলরসহ ৩ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে সন্ত্রাস দমন আইনে সাবেক কাউন্সিলর মঞ্জুরুল কবির রিপনসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার রাতে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একাধিক টিম শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতার কৃত মঞ্জুরুল কবির রিপন মেহেরপুর পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর ছিলেন। বাকিরা হলেন- শিশু বাগান পাড়ার নুরুল ইসলামের ছেলে এনামুল হক বাবু, নতুন পাড়ার আব্দুল কাদেরের ছেলে হৃদয়।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেসবাহ উদ্দিন জানান, সারাদেশে অপরারেশন ডেভিল হান্ট অভিযানের অংশ হিসেবে সন্ত্রাস দমন আইনে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এছাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া থেকে দবির আলী নামের এক আসামিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

মেহেরপুরে দুই সাজাপ্রাপ্তসহ ৫ আসামি গ্রেফতার

দু’জন সাজাপ্রাপ্তসহ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৫ জন পলাতক আসামি গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।
শুক্রবার দিবাগত রাত থেকে গতকাল শনিবার ভোররাত পর্যন্ত সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশ পতক অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করে পুলিশ।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন শনিবার বিকালে প্রেসনোট দিয়ে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং ৩৬ তাং ২৫/০৯/২১, জিআর নং-২৯২/২১ মামলায় এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মেহেরপুর শহরের ৫ নং ওয়ার্ডের হঠাৎপাড়া এলাকার মৃত নুর হোসেনের ছেলে মোঃ সহিদুল ইসলাম, সিআর ২৭/২০১৯ মামলায় ৩ মাসের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি সদর উপজেলার চাঁদবীল গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে রাজু আহমাদ, জিআর ৪১/২০১৯ মামলার পলাতক আসামি কালিগাংনী গ্রামের মৃত নিয়ামত আলীর ছেলে মোকাদ্দেস ইসলাম, সিআর ৯৭৫/২০২৩ (ঝিনাইদহ কোর্ট) মামলার পলাতক আসামি শিশিরপাড়া গ্রামের নজরুল ইসলামের স্ত্রী মোছা: রসিয়া খাতুনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ছাড়া ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ধারা ১৫(৩)/২৫ ডি আইনে দায়ের করা মামলা নং ৩৭, তারিখ ২৪/১১/২৪ এর এজাহার নামীয় আসামি শোলমারী গ্রামের মোতালেব হোসেনের ছেলে মো: সেন্টু মিয়াকে (৪০) তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিনের নের্তৃত্বে সঙ্গীয় এসআই (নিঃ) মোঃ ফারুখ হোসেন, এসআই (নিঃ) অরুন কুমার দাস, এসআই (নিঃ) শফিকুল ইসলাম শিশু, এসআই (নিঃ) উজ্জল হোসেন, এএসআই(নিঃ) দেবদাস মন্ডল, এএসআই(নিঃ) মোঃ মিরাজুল ইসলাম, এএসআই(নিঃ) মোঃ হাসান শাহনেওয়াজ, এএসআই(নিঃ) মোঃ মাহবুব আলম ও সঙ্গীয় ফোর্স পৃৎক এসব অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের বিকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পরোয়ানাভুক্ত ও মাদক মামলার ৫ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভুক্ত চারজন ও মাদক মামলার একজনসহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (৭ ফ্রেব্রুয়ারি) সকাল থেকে শনিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) ভোর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে থেকে আসামিদের গ্রেফতার করা হয়।

এদের মধ্যে আদালতের পরোয়ানাভুক্ত জিআর, ও সিআর মামলায় ৪ জন ও মাদক মামলায় মেহেরপুর থানা পুলিশের অভিযানে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানমের সার্বিক দিকনির্দেশনায় মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিনের নেতৃত্বে এ বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা মোঃ সহিদুল ইসলাম মেহেরপুর থানার জিআর নং- ২৯২/২১ (সাজাপ্রাপ্ত) মামলার আসামি, মোঃ মোকাদ্দেস ইসলাম মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং-২০ (তারিখ-১৬/০২/২০১৯) এর আসামি, মোঃ রাজু আহাম্মদ সিআর সাজা নং-২৭/২০১৯ (মেহেরপুর) মামলার আসামি, মোছাঃ রশিয়া খাতুন ঝিনাইদহ সিআর নং-৯৭৫/২০২৩ মামলার আসামি, মোঃ সেন্টু মিয়া মেহেরপুর সদর থানার এফআইআর নং-৩৭ (তারিখ-২৪/১১/২০২৪) এর আসামি, যাকে ১৫(৩)/২৫ডি স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট ১৯৭৪-এর আওতায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

অভিযান চলাকালে আসামিদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়। পরে গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়ছে।

মেহেরপুর সদর থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এলাকায় মাদকবিরোধী ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতারের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাংনীতে গাঁজাসহ যুবক ও পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ গ্রেফতার-২

এক কেজি ভারতীয় গাঁজাসহ মো: লিখন মিয়া (২৫) নামের এক যুবক ও অপর একটি অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক আসামি আব্দুর রাজ্জাক
(৩০) কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গাঁজাসহ আটক লিখন মিয়া গাংনী উপজেলার খাঁসমহল গ্রামের মৃক সাঈদ হোসেনের ছেলে। এছাড়া আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক আসামি আব্দুর রাজ্জাক একই উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের আবুল কালামের ছেলে।

মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত থানা পুলিশের পৃথক দুটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করেন। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি বানী ইসরাইল জানান, উপজেলার নওপাড়া নবীনপুর গ্রামের নওপাড়া- তেঁতুলবাড়িয়া রাস্তার পাশে একটি নির্মানাধীন পাকা বাড়ির সামনে থেকে লিখন মিয়াকে আটক করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে এক কেজি গাঁজা ও একটি পাখি ভ্যান জব্দ করা হয়।
গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ধারা ৩৬
(১) সারণির ১৯ (ক)/৩৮ ধারায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। গাংনী থানার মামলা নং ৫।

অপরদিকে বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় আদালতের সিআর মামলা ৭৫২/২৪ এর পলাতক আসামি আব্দুর রাজ্জাককে তাররবাড়িতে অভযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের আজ মঙ্গলবার বিকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে নাশকতার অভিযোগে করা মামলায় ৫৪ জন আসামি বেকসুর খালাস

বিগত সরকারের আমলে পুলিশের দায়ের করা মিথ্যা মামলায় জামায়াতের ৫৪ জন নেতাকর্মীকে বেকসুর খালাস দিয়েছে আদালত।
আজ রবিবার (২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক নুর নবীর আদালতে আসামি পক্ষের আইনজীবি মামলার যৌক্তিতা তুলে ধরে তাদের বেখসুর খালাসের আবেদন করলে মামলার ৫৪ জন আসামিকে বেকসুর খালাস দেন বিজ্ঞ বিচারক।

মামলার বিবরণে জানা গেছে ২০১৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামে নাশকতার অভিযোগ এনে ১৯৭০ সালের স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট এর ১৫, ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক উপাদানবলি আইনের ৪/৫ ধারায় জামায়াতের ৫৪ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন পুলিশ।

মামলায় আসামি করা হয়েছিল জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মী সেলিম রেজা, নুরুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির রবিউল ইসলাম, জামায়াত কর্মী রিয়াজুল ইসলাম, মোফাজ্জেল হোসেন, আহাদ আলী, আজগর আলী, নুরুল ইসলাম, আলহাজ্ব হোসেন আলী, হিমু, বিমল হোসেন, মতিয়ার রহমান, হালিম, হাবিবুর রহমান, হাফিজুল, সাবদার আলী, শাহজাহান, হুমায়ূন কবীর, মোহাম্মদ আল-আমিন, মোহাম্মদ রাজন, সোহেল রানা, ইসমাইল হোসেন জমিদার, মোল্লা মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন, তোজাম্মেল হক, খান

জাহান আলী, শেখ সাঈদ আহমেদ, আবুল হাসান, জাফর আলী আইনুদ্দিন, মোঃ নজরুল ইসলাম, ইমরান হোসেন, মনিরুজ্জামান, আব্দুস সালাম, শামসুল আলম, মহসিন আলী, আব্দুস সামাদ, আমিরুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, শাজাহান খান, আবু ইউসুফ মিরন, সামাদুল ইসলাম, আব্দুল জাব্বার মাস্টার, সাইফুল ইসলাম, কামাল শেখ, মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ, শাহাবুদ্দিন, আলামিন ওরফে বকুল, ইসরাইল, আব্দুল মতিন, ফারুক ওরফে আব্দুল বারী, সোহেল রানা ডলারকে আসামি করা হয়। দীর্ঘদিন পর রবিবার মামলার সকল আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।

জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজ উদ্দীন খান বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার সরকারের আমলে জামায়াত ইসলামীর প্রায় ১ হাজার নেতাকর্মীদের নামে ৮৬টি মিথ্যা মামলা দায়ের করেছিল। মামলায় শত শত নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ ও রিমান্ডের নামে নির্যাতন করা হয়েছে। শুধু পুরুষকে নয় মামলায় আসামি করা হয়েছিল আমাদের সংগঠনের বোনদের। এসব মামলার মধ্যে ইতোমধ্যে ২৪ টি মামলায় জামায়াতের নেতাকর্মী বেকসুর খালাস পেয়েছেন।

এই মামলাটি ৮৬ টি মামলার মধ্যে ২৪ তম রায়। বাকী মিথ্যা মামলাগুলোও বিজ্ঞ আদালত বেকসুর খালাস পাবো বলে আশা করছি।

১৬ বছর পর পিলখানা মামলার আসামি তৌহিদ ও শাকিল ফিরলেন বাড়ি

আলোচিত পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দীর্ঘ ১৬ বছর কারাভোগের পর চুয়াডাঙ্গার দর্শনার দুই বিডিআর সদস্য তৌহিদ হোসেন ফকির ও শাকিল নিজ নিজ বাড়িতে ফিরেছেন।

দর্শনা থানার পারকষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের বড়বলদিয়া বাজারপাড়ার আব্দুস সালাম ফকিরের ছেলে তৌহিদ হোসেন ফকির এবং দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের সুবুলপুর গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে শাকিল গত ২৩ জানুয়ারি জামিন পেলেও দুদিন পর ২৫ জানুয়ারি (শনিবার) বাড়ি ফেরেন।

২০০৬ সালে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফেরাতে বিডিআরে যোগ দিয়েছিলেন তৌহিদ। কিন্তু ২০০৯ সালের পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তিনি ও শাকিল আসামি হয়ে চাকরিচ্যুত হন এবং কারাগারে পাঠানো হয়। তৌহিদ জানান, ঘটনার সময় তিনি ব্যারাকেই ছিলেন, তবুও তাকে আসামি করা হয়।

দীর্ঘ ১৬ বছর পর তৌহিদ ও শাকিল বাড়ি ফিরলে তাদের দেখতে ভিড় জমায় স্থানীয়রা। পরিবারের সদস্যরা আবেগাপ্লুত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

তৌহিদের বাবা-মা বলেন, “আমাদের সন্তানকে ফিরে পেয়েছি, এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া। তবে তাদের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে। আমরা মামলা প্রত্যাহার ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানাই।”

তৌহিদের স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছেন, আর শাকিল এখনো অবিবাহিত। তিনি বলেন, “ছুটিতে এসে বিয়ে করার কথা ছিল, কিন্তু ভাগ্য সহায় হয়নি।”

বিডিআর তৌহিদ বলেন, “পিলখানার ঘটনার সময় ব্যারাকে থাকলেও আমাকে আসামি করা হয় এবং চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়। আমি চাকরি পুনর্বহাল, মামলা থেকে অব্যাহতি ও ১৬ বছরের পাওনা প্রদানের দাবি জানাই।”

তিনি আরও বলেন, “আমি বাংলাদেশ বিডিআরের হয়ে বক্সিংয়ে স্বর্ণপদক ও বাংলাদেশ অলিম্পিক গেমসে ব্রোঞ্জপদক অর্জন করেছি। তিন বছরের চাকরিজীবনে আমি ল্যান্স নায়েক পদে পদোন্নতি পেয়েছিলাম।”

বিডিআর শাকিল বলেন, “ছাত্র আন্দোলনের কারণে আমরা মুক্তি পেয়েছি, তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। পাশাপাশি সরকার যেন আমাদের চাকরি পুনর্বহাল করে এবং ন্যায়বিচার দেয়, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।”

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের ছয় আসামিসহ ৭ জন গ্রেফতার

বিএনপির নেতাকর্মীদের বাড়ি ঘরে হামলা ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে দায়ের করা মামলার পলাতক ছয় আসামিকে ও অপর একটি মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত এক আসামিকে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশে।

শনিবার (২৫ জানুয়ারি) ভোররাতে পুলিশের একটি বিরাট টিম পিরোজপুর গ্রাম ঘেরাও করে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ মেসবাহ উদ্দিন এই তথ্য নিশ্চিত করেন। গ্রেফতারকৃতরা হলেন, পিরোজপুর

গ্রামের শিশুপাড়া এলাকার আব্দুল আওয়ালের ছেলে সিআর – ৮৮৬/২৪ মামলার পলাতক আসামি মোঃ মিকাইল (৩০), একই এলাকার একই মামলার অপর আসামি যথাক্রমে খোকন সর্দারের ছেলে মোঃ মেহেদী (২২), আনসার আলীর ছেলে আকিজুল ইসলাম (২২), মৃতু উকিল হোসেনের ছেলে আজাহার (৪৮), আসকর আলীর ছেলে মতিউর (৪৫), খোকন হোসেনের ছেলে সাইদুল ইসলাম (৩২) ও একই গ্রামের মৃত খোকন আলীর ছেলে সিআর ১১৭৫/২৪ নং মামলার আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক মোহাম্মদ ইয়াছিন (৪৫)।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিনের নের্তৃত্বে সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) এসআই প্রহলাদ রায়, এসআই মোঃ নাহিরুল ইসলাম, এসআই উজ্জল হোসেন, এসআই জহুরুল ইসলাম, এসআই বি এম রানা, এসআই স্বপন মন্ডল, এএসআই মোঃ মাহবুব আলম, এএসআই মোঃ মিরাজুল ইসলাম, এএসআই মোঃ শফিকুল ইসলাম, এএসআই মোঃ আশরাফুল আলম, এএসআই/মোঃ গোলাম হোসেন, এএসআই (নিঃ) মনিরুজ্জামানসহ, সংগীয় ফোর্স গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

ওসি সেখ মেসবাহ উদ্দিন জানান, আজ শনিবার (২৫ জানুয়ারি) বিকালে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জানা গেছে, বিগত আগস্টের ৭ তারিখে আসামিরা পিরোজপুর গ্রামের বিএনপির ৩০ টি ঘর বাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে। এঘটনায় স্থানীয় বিএনপি নেতা দয়াল হোসেন বাদি হয়ে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুস সালামকে প্রধান আসামি করে ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। মামলার পর থেকেই এসব আসামিরা পলাতক ছিলেন।

স্থানীয়রা জানান, সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হেসেনের ভগ্নিপতি জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস তার শ্যালক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ক্ষমতায় ওই এলাকার বিএনপি জামায়াতের শত শত নেতাকর্মী বাড়ি ছাড়া করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেল জরিমানাসহ সারাবছর বাড়ি ঘরে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ চালাতেন। পাঁচ আগস্ট প্রেক্ষপট পরিবর্তনের পরপরই বাবলু বিশ্বাস ও তার কাছের ক্যাডারা এলাকা ছাড়া হয়ে যান। পরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ইপর হামলা মামলায় গ্রেফতার হন বাবলু বিশ্বাস, তার তার স্ত্রী জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য শামীম আরা হিরা, শ্যালক সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন গ্রেফতার হন। শামীম আরা হিরা জামিনে মুক্ত হলেও বর্তমানে বাবলু বিশ্বাস ও মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এখনো জেলে রয়েছেন।